প্রথম আলো

তারিখ ... JUL 20 2006 ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৭

চুয়েটে আবার সংঘর্ষ, পুলিশের গুলি
এক ছাত্রের অবস্থা আশঙ্কাজনক
গ্রামবাসীর ৫০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি

য়েট প্রতিনিধি

মাগের রাতের ঘটনার জের ধরে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) পাশের পাহাড়তলী াজারে গতকাল বুধবার সকালে ছাত্রদের সঙ্গে গ্রামবাসীর দ্বিতীয় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে কউ হতাহত না হলেও গ্রামবাসী বাইরে থেকে ইট-পাটকেল ছুড়ে ছাত্রাবাস ভাঙচুর করে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ১৬ রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছুড়েছে বলে জেলা পুলিশের অতিরিক্ত সুপার এ কে এম হাফিজ আকতার স্বীকার করেন। আগের রাতের সংঘর্ষে আহত চুয়েটের ছাত্র আজিমের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পূর্বঘোষণা অনুযায়ী গতকাল সকাল থেকে এলাকাবাসী ওই এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে। মিছিলে কয়েকজনকে অবৈধ অস্ত্র বহন করতে দেখা গেছে। এ সময় উভয়পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলার ঘটনা ঘটে। এর আগে এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৭

চুয়েটে আবার সংঘর্ষ

শেষ পৃষ্ঠার পর

াস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে গ্রামবাসী পুরো এলাকায় অবরোধ সৃষ্টি করে। এ পরিস্থিতির কারণে গতকাল চুয়েটে কোনো ক্লাস হয়নি।

গতকাল বেলা ১১টার পর প্রশাসনের হস্তক্ষেপে গ্রামবাসী অবরোধ তুলে নেয়। গত রাত থেকে গ্রামবাসীর সঙ্গে পুলিশের কয়েক দফা বৈঠকের পর গতকাল দুপুরের দিকে উভয়পক্ষে সমঝোতা হয়। সমঝোতার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় প্রশাসন ও উভয়পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নিয়ে আট সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিকে আগামী চার দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। সমঝোতা সত্ত্বেও এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান আবদুর রাজ্জাক বলেন, দোকানপাটে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় গ্রামবাসী ৫০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করেছে। তিনি বলেন, তদন্ত রিপোর্টের পর চুয়েট কর্তৃপক্ষ এই ক্ষতিপূরণ না দিলে মামলা করাসহ আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

এদিকে গত মঙ্গলবার গভীর রাতে সংঘর্ষের ঘটনায় আহত পাঁচজন ছাত্র এখনো চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাদের মধ্যে আজিমের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তার চোখের আঘাত গুরুতর। তবে আহত রায়হান ও অন্তর অবস্থা উন্নতির দিকে।

গত মঙ্গলবার রাতে শহর থেকে চুয়েটমুখী একটি যাত্রীবাহী গাড়িতে (চট্টগ্রাম-জ-৫২৭) অটোস্ট্যাট মেশিনের ওপর পা রাখার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চুয়েটসংলগ্ন পাহাড়তলী বাজারে গ্রামবাসী ও চুয়েটের ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। প্রায় দুই ঘণ্টার তুমুল সংঘর্ষে শিক্ষক-কর্মচারীসহ অন্তত ১৫ জন আহত হন। আহতের মধ্যে দুজন গ্রামবাসীও রয়েছেন।

এ ঘটনার জের ধরে মঙ্গলবার গভীর রাতে গ্রামবাসী চুয়েটের একটি মাইক্রোবাস ভাঙচুর করে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়ে।